গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন
মাননীয় উপদেষ্টা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান
এ এইচ এম সফিকুজ্জামান
সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা
ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সম্পাদনা সহযোগী
মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূইয়া
যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ ফোরকান আহসান
তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ কোরবান আলী
গ্রন্থাগারিক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

প্রকাশক, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও গ্রন্থস্বত্ব
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
২৪ জুন, ২০২৫

ডিজাইন ও মুদ্রণে
টার্টল
৬৭/ডি, গ্রিনরোড, ঢাকা-১২০৫

উপদেষ্টা
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ টেকসই শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্ব পরিমণ্ডলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে উপনীত হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষা, শ্রমিক কল্যাণ এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে একটি মানবিক ও সবুজ শিল্পখাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ বছরের "গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫" শিল্পখাতের টেকসই অগ্রযাত্রাকে উৎসাহিত করা ও স্বীকৃতি প্রদানের একটি মহৎ উদ্যোগ। আমি এ আয়োজনকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

এই পুরস্কার কেবল একটি সম্মাননা নয়; বরং এটি আমাদের জন্য একটি দায়বদ্ধতার স্মারক। এটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), বিশেষত মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে আমাদেরকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত কারখানাগুলো তাদের কার্যক্রমে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শক্তি সাশ্রয় ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এছাড়া, আইএলও কনভেনশন ১৫৫, ১৮৭ ও ১৯০ এর অনুসমর্থন প্রক্রিয়াধীন থাকায় শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হবে।

আমি "গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫" প্রাপ্ত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা একসঙ্গে একটি নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই শিল্পখাত গড়ে তুলবো যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত ও গর্বিত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন

উপদেষ্টা
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্য পূরণে শিল্পখাতে পরিবেশ বান্ধব ও মানবিক উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমন প্রেক্ষাপটে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পরিবেশসম্মত ও সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' প্রদানের কর্মসূচি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার, নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, শ্রমিক কল্যাণে কার্যকর উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠানগত সুশাসনের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার প্রদান দেশের শিল্পখাতকে আরও দায়িত্বশীল ও সচেতন করে তুলবে বলে আমি মনে করি। সরকারের গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী, এই বছর দেশের ১৬টি খাত থেকে ৩০টি কারখানা গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছে। এই সম্মান অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্ত স্তরের কর্মী, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং মালিকদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

দেশীয় শিল্পখাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈশ্বিক বাজারে টেকসই শিল্পায়নের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে এই ধরণের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি শুধুমাত্র শিল্পোন্নয়নের স্বীকৃতি নয় বরং সামাজিক দায়বদ্ধতা ও পরিবেশ-সচেতনতার দিক থেকেও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করবে।

পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। একইসঙ্গে যাঁরা নিরলস প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলেছেন তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আদিলুর রহমান খান

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ এবং কর্মপরিবেশ উন্নয়নের বিষয়টিও বর্তমান বিশ্বে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান শুধু উৎপাদন সক্ষমতা নয়, বরং পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম, শ্রমিক কল্যাণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা আজ একটি মৌলিক চাহিদা।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০২১ সাল থেকে 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' প্রবর্তন করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ধরনের কার্যক্রমে উৎসাহিত করা। ২০২৫ সালের এই অ্যাওয়ার্ড কার্যক্রম সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

এ বছর পুরস্কারপ্রাপ্ত কারখানাসমূহ পরিবেশসম্মত উৎপাদন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জ্বালানি ও পানির সাশ্রয়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জনের মাধ্যমে একটি টেকসই শিল্প ব্যবস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা যেমন আইনি দায়িত্ব, তেমনি এটি একটি মানবিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন। পরিবেশবান্ধব ও কর্মবান্ধব শিল্পপ্রতিষ্ঠান শুধু শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নত করে না, বরং আন্তর্জাতিক বাজারেও দেশের ভাবমূর্তি সুদৃঢ় করে।

আমি গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫-এ নির্বাচিত সকল প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং আশাবাদ ব্যক্ত করি যে, এ স্বীকৃতি তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে আরও অনুপ্রাণিত করবে। একইসঙ্গে, আমি দেশব্যাপী সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে এই উদ্যোগের আলোকে তাদের কার্যক্রম পরিবেশবান্ধব ও শ্রমবান্ধব করে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

পরিশেষে, এই আয়োজনকে সফল করতে যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। শ্রমিক, মালিক, উদ্যোক্তা, পরামর্শক ও নীতিনির্ধারকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পরিবেশ-সহনশীল ও টেকসই শিল্পখাত গঠনের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে-এই প্রত্যাশা রাখি।

এ এইচ এম সফিকুজ্জামান

মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

এ বছর ২৩টি শিল্প সেক্টরের বিভিন্ন কারখানাকে "গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫" প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে যাচাই-বাছাই অন্তে ১৬টি শিল্প সেক্টরের ৩০টি কারখানাকে "গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫" প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিটি শ্রমিক, ব্যবস্থাপক ও মালিককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, কর্মনিষ্ঠা ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার ফসল এই স্বীকৃতি। আপনারা কেবল আপনাদের প্রতিষ্ঠানের জন্যই নয় সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের শিল্প খাতের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আপনাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের আরও অসংখ্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অনুপ্রাণিত হবে এবং কারখানায় শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃজনে উদ্যোগী হবে এবং আপনাদের উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও পরিবেশগত উত্তমচর্চাগুলো অন্য কারখানাগুলোও অনুসরণ ও প্রতিপালন করবে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লক্ষ্য হলো শোভন কর্মপরিবেশ ও টেকসই শিল্পায়ন নিশ্চিত করা। আমরা বিশ্বাস করি, এ ধরনের উদ্যোগ দেশের শিল্পখাতের সামগ্রিক মান উন্নয়নে সহায়ক হবে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর দেশের শ্রমখাতে শুধু পর্যবেক্ষণ বা তদারকিই করছে না বরং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শ্রমখাতের উন্নয়নে শ্রমিক, মালিক, দেশি ও বিদেশি উন্নয়ন অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিল্প ও শ্রমখাতে স্থিতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

টেকসই শিল্পোন্নয়নে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের ত্রিপক্ষীয় অংশীদারিত্ব ও আন্তরিকতা অত্যন্ত জরুরি। গ্রিন ফ্যাক্টরি কেবল প্রযুক্তি বা অবকাঠামোগত পরিবর্তন নয়, এটি একটি মানসিকতা, দায়িত্ববোধ ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর। শ্রমিকেরা যখন একটি নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব পরিবেশে কাজ করেন, তখন তাদের উৎপাদনশীলতা ও প্রেরণা বহুগুণে বাড়ে, যা জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

আমরা চাই, পরবর্তী বছরগুলোতে আরও বেশি প্রতিষ্ঠান এই পুরস্কারের যোগ্যতা অর্জন করুক। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সবসময় সেই অভিযাত্রায় পাশে থাকবে।

ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫
কোর কমিটি

ক্রম নং	প্রতিনিধির নাম, পদবি ও কার্যালয়	কমিটির পদ
০১	এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২	অমল কৃষ্ণ মণ্ডল, অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩	এ. কে. এম. তারিকুল আলম, মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর	সদস্য
০৪	ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন, মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য
০৫	মুনিরা সুলতানা, যুগ্মসচিব (পরিবেশ-২ অধিশাখা) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬	সুলতানা ইয়াসমিন, যুগ্মসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৭	নাহিদ আফরোজ, যুগ্মসচিব (রপ্তানি -২ অধিশাখা), রপ্তানি অনুবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮	ফাহমিদা আক্তার এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (শ্রম), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫
মূল্যায়ন কমিটি

ক্রম নং	প্রতিনিধির নাম, পদবি ও কার্যালয়	কমিটির পদ
০১	ফাহমিদা আক্তার এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (শ্রম), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
০২	এ. কে. এম. তারিকুল আলম, মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর	সদস্য
০৩	সুলতানা ইয়াসমিন, যুগ্মসচিব, নীতি, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪	মোঃ আখতারুজ্জামান টুকু, উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
০৫	প্রফেসর ড. মেহেদী আহম্মেদ আনসারি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
০৬	প্রফেসর ড. মোঃ জিয়াউর রহমান খান, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
০৭	প্রফেসর ড. মোঃ শাহীনুর ইসলাম, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
০৮	নাজমুল হক, সিনিয়র সহকারি সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।	সদস্য
০৯	ডাঃ মাহমুদ হাসান ফারুকী, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, অকুপেশনাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ বিভাগ, বিইউএইচএস।	সদস্য
১০	মোঃ এনামুল হক, উপসহকারি পরিচালক (ঢাকা জোন-১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	সদস্য
১১	কোহিনুর মাহমুদ, পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিস (বিলস), (বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি)	সদস্য
১২	এ কে এম মাছুম উল আলম, এডজাংক্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বার, অকুপেশনাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ বিভাগ, বিইউএইচএস (বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি)	সদস্য
১৩	ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন, মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

সূচিপত্র

"গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫" সম্পর্কিত আলোচনা ও নির্বাচিত ৩০টি প্রতিষ্ঠান		১১
১	চরকা টেক্সটাইল লিঃ	১৫
২	ইকোটেক্স লি:	১৬
৩	ফকির ফ্যাশন লিমিটেড	১৭
৪	তারাসিমা এ্যাপারেলস লিঃ	২১
৫	অকো-টেক্স লিঃ	২২
৬	স্কয়ার ফ্যাশন লিঃ	২৩
৭	আকিজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ	২৭
৮	পাইওনিয়ার ডেনিম লিমিটেড	২৮
৯	কে ডি এস টেক্সটাইল মিলস লিঃ, ইউনিট-২	২৯
১০	ফোর এইচ ডায়িং এন্ড প্রিন্টিং লিঃ	৩০
১১	প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড	৩৩
১২	ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড	৩৭
১৩	ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড	৩৮
১৪	ওয়ালটন হাই টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পি এল সি	৩৯
১৫	আদজি ট্রিমস লিঃ	৪৩
১৬	আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ	৪৭
১৭	হবিগঞ্জ এগ্রো লিঃ	৪৮
১৮	জেরিন চা বাগান	৫১
১৯	মির্জাপুর চা বাগান	৫২
২০	সুনিভার্স ফুটওয়্যার লিঃ	৫৫
২১	কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড	৫৯
২২	এক্স সিরামিক্স লিঃ	৬৩
২৩	রিমার্ক এইচবি লিমিটেড	৬৭
২৪	স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড	৬৮
২৫	এস কে এফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড	৭১
২৬	পি এইচ পি শীপ ব্রেকিং এন্ড রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	৭৫
২৭	খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা	৭৬
২৮	কে আর শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ড	৭৭
২৯	সেভেন সার্কেল (বাংলাদেশ) লিঃ	৮১
৩০	বিএসআরএম স্টিলস লিঃ	৮৫

“গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫” সম্পর্কিত আলোচনা ও নির্বাচিত ৩০টি প্রতিষ্ঠান

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ বছর ১৬টি শিল্প সেক্টরের ৩০ (ত্রিশ) টি কলকারখানাকে “গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড” প্রদান করছে।

অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন প্রধান অতিথি ও শিল্প উপদেষ্টা জনাব আদিলুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন। নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশে আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ শ্রমশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আরো অধিক পরিমাণে উৎপাদন নিশ্চিত করে দেশের অর্থনীতির গতিকে বেগবান ও টেকসই করার মাধ্যমে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্বুদ্ধকরণে “গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-২০২৫” প্রবর্তন করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রণীত নীতিমালার আওতায় শ্রমমান সম্পর্কিত কিছু নির্ণায়ক মাপকাঠি যেমন- অপরিহার্য প্রতিপালন, পরিবেশগত প্রতিপালন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন, উদ্ভাবনী কার্যক্রম ইত্যাদি বিবেচনা করে ১৬টি শিল্প সেক্টরের ৩০ (ত্রিশ)টি কল-কারখানাকে “গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-২০২৫” এর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

তৈরি পোশাক (নিট)-৩টি:

১. চরকা টেক্সটাইল লিঃ, কাজিরচর, ডাংগা, পলাশ, নরসিংদী।
২. ইকোটেক্স লি:, চান্দরা, পল্লীবিদুৎ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
৩. ফকির ফ্যাশন লিমিটেড, ডহরগাঁও, বালিয়াপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

তৈরি পোশাক (ওভেন)-০৩টি:

৪. তারাসিমা এ্যাপারেলস লিঃ, গোলড়া, কৈট্টা, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।
৫. অকো-টেক্স লিঃ, দক্ষিণ পানিশাইল, জিরানীবাজার, গাজীপুর।
৬. স্কয়ার ফ্যাশন লিঃ, জামিরদিয়া, হবিরবাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

টেক্সটাইল-০৪টি:

৭. আকিজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ, গোলরা, চরকান্দা, মানিকগঞ্জ।
৮. পাইওনিয়ার ডেনিম লিমিটেড, হরিতলা, শাহপুর বাজার, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।
৯. কে ডি এস টেক্সটাইল মিলস লি: (ইউনিট-০২), মোহরা শিল্প এলাকা, চান্দগাওঁ, চট্টগ্রাম।
১০. ফোর এইচ ডায়িং এন্ড প্রিন্টিং লিঃ, আরাকান রোড, চাপড়া, কালারপোল, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিজ-০১টি:

১১. প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড, বাড়বকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

ইলেকট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্স পণ্য প্রস্তুতকারক ইন্ডাস্ট্রিজ-০৩টি:

১২. ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড, ঘাশিরদিয়া, শাষপুর, শিবপুর, নরসিংদী।
১৩. ফেয়ার ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড, কামারগাঁও, পুটিয়া, শিবপুর, নরসিংদী।
১৪. ওয়ালটন হাই টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পি এল সি, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

এক্সেসরিজ এন্ড ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ কারখানা-০১টি:

১৫. আদজি ট্রিমস লিঃ, ডাউটিয়া, কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা (ফুড এন্ড বেভারেজ)-০২টি:

১৬. আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ, বারবাড়িয়া, ধামরাই, ঢাকা।
১৭. হবিগঞ্জ এগ্রো লিঃ, অলিপুর, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

চা শিল্প-০২টি:

১৮. জেরিন চা বাগান, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
১৯. মির্জাপুর চা বাগান, মির্জাপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

চামড়া শিল্প (ফিনিশড গুডস)-০১টি:

২০. সুনিভার্স ফুটওয়্যার লিঃ, ওয়ার্ড নং -০৯, হবিরবাড়ী ভালুকা, ময়মনসিংহ।

জুট মিল-০১টি:

২১. কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড, ডেইরিফার্ম রোড, রবার্টসনগঞ্জ, রংপুর।

টাইলস এন্ড সিরামিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ-০১টি:

২২. এক্স সিরামিক্স লিঃ, বাহেরার চালা, গিলাবেরাইদ, শ্রীপুর, গাজীপুর।

প্রসাধনী কারখানা-০২টি:

২৩. রিমার্ক এইচবি লিমিটেড, বাউশিয়া, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।
২৪. স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড, ৯৯৫ উত্তর রূপসি, তারাব পৌরসভা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ-০১টি:

২৫. এস কে এফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, স্কুইব রোড, টঙ্গী শিল্প এলাকা, টঙ্গী, গাজীপুর।

শিপ বিল্ডিং এন্ড শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রিজ-০৩টি:

২৬. পি এইচ পি শীপ ব্রেকিং এন্ড রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
২৭. খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা, মতিয়াখালী, রূপসাস্ট্যান্ড রোড, খুলনা সদর, খুলনা।
২৮. কে আর শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ড, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

সিমেন্ট কারখানা-০১টি:

২৯. সেভেন সার্কেল (বাংলাদেশ) লিঃ, চরমিরপুর, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

স্টিল মিল-১টি:

৩০. বিএসআরএম স্টিলস লিঃ, ফৌজদারহাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতপূর্বক সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে এই অ্যাওয়ার্ড প্রণোদনা হিসেবে সকলকে অনুপ্রাণিত করবে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড
২০২৫

তৈরি পোশাক (নিট)-৩টি

শ্রম সংক্রান্ত
হেল্পলাইন ১৬৩৫৭
(টোল ফ্রি)

চরকা টেক্সটাইল লিঃ

কাজিরচর, ডাংগা, পলাশ, নরসিংদী
জনাব আহসান খান চৌধুরী, চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

চরকা টেক্সটাইল লিমিটেড বাংলাদেশের একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী নিট গার্মেন্টস প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, যা ২০১৩ সালে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা, কাজীরচর এলাকায় অবস্থিত এবং এটি দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। চরকা টেক্সটাইল নিট কাপড় থেকে পোশাক তৈরি করে থাকে এবং এর ১০০% পণ্যই আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করা হয়। প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রায় ৬,০০০ জন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী কাজ করছেন, যারা প্রতিদিন গুণগত মান বজায় রেখে বিশাল পরিমাণ পোশাক উৎপাদনে ভূমিকা রাখছেন। আধুনিক মেশিনারিজ, স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সম্পূর্ণ ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড কাঠামোর মাধ্যমে চরকা টেক্সটাইল দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত উৎপাদন নিশ্চিত করে। বিশ্বের নামকরা ব্র্যান্ডগুলোর জন্য পণ্য উৎপাদন করে প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। পাশাপাশি শ্রমিক কল্যাণ, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় চরকার প্রতিশ্রুতি উল্লেখযোগ্য। গুণ, নৈতিকতা ও টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে চরকা টেক্সটাইল বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে এগিয়ে নিতে দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইকোটেক্স লিঃ

চান্দরা পল্লী বিদ্যুৎ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
জনাব মোহাম্মদ বিন কাসেম, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী গাজীপুর জেলায় অবস্থিত, ইকোটেক্স লিমিটেড একটি শীর্ষস্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যেখানে নিটিং, ডাইং, ডিজিটাল ও স্ক্রিন প্রিন্টিং, ওয়াশিং, এমব্রয়ডারি এবং নিট পোশাক তৈরির সক্ষমতা রয়েছে। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ইকোটেক্স লিমিটেড প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ৬টি উৎপাদন লাইন দিয়ে কার্যক্রম শুরু করে বর্তমানে ১১০টি উৎপাদন লাইনে সম্প্রসারিত হয়েছে যার বর্তমান মাসিক উৎপাদন সক্ষমতা ৭.৫ মিলিয়ন পিস এরও বেশি এবং টেক্সটাইল অংশে দৈনিক ৫০ টন কাপড় উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। গত বছর তৈরি পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে ১৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে এবং সরকারকে নিয়মিত কর প্রদান করে আসছে। বর্তমানে ১৮,৬৪২ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে ৩৪% নারী শ্রমিক। নারী শ্রমিকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ১৪৪ জন নারী কর্মীকে কর্মকর্তা পদে পদায়ন করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের জন্য ২০১৭ সালে লিড প্লাটিনাম সবুজ কারখানার স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১.২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল হতে ৪,৮০০ কিলোওয়াট/ঘণ্টা জ্বালানি শক্তি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে যা হতে বছরে বায়ুমণ্ডলে ১,৩৬৮ টন কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পখাতের মধ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানই প্রথম ZLD প্লান্টসহ সল্ট ইভাপোরেশন স্থাপন করেছে, যার মাধ্যমে প্রতিদিন ৪৫,০০,০০০ লিটার বর্জ্য পানি রিভার্স অসমোসিস মেমব্রেনের মাধ্যমে পরিশোধন করে। অত্র প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার জন্য ২০১০ সালে পরিবেশ, বন, ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় পরিবেশ পদক; ২০১৮ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য ও উত্তম চর্চা পুরস্কারের স্বীকৃতি পেয়েছে; এবং ২০২৪ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বৃহৎ শিল্প শ্রেণিতে রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার অর্জন করে, এছাড়া একই সালে উক্ত মন্ত্রণালয় হতে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভি ও কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডও লাভ করে।

ফকির ফ্যাশন লিমিটেড

ডহরগাঁও, বালিয়াপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
ফকির কামরুজ্জামান নাহিদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ফকির ফ্যাশন লিমিটেড (FFL) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে একটি বিশেষ স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত নাম। ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান ১০০% রপ্তানিনির্ভর হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে এবং বর্তমানে বছরে ২৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। দেশের অর্থনীতিতে এর অবদান অনস্বীকার্য, বিশেষত প্রায় ২০,০০০ কর্মী ও ২,০০০-এর অধিক নির্বাহী পদে কর্মরতদের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে আসছে। এই বিশাল কর্মসংস্থান শুধু ব্যক্তি ও পরিবারের জীবনমান উন্নত করছে না, বরং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা রাখছে।

পরিবেশ রক্ষা ও টেকসই উৎপাদনের জন্য FFL বিভিন্ন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছে। ৪.৫ মেগাওয়াট সোলার প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে গ্যাস ও বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা কমিয়েছে। বর্জ্য পানি পরিশোধনের জন্য দৈনিক ৮,০০০ ঘনমিটার সক্ষম ইটিপি স্থাপন করেছে। জিরো ডিসচার্জ অব হ্যাজার্ডাস কেমিক্যালস (ZDHC) নীতিমালা অনুসরণ করে, পরিবেশ দূষণ কমিয়ে আনার পাশাপাশি মানব স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় গুরুত্বারোপ করেছে। গ্যাস সাশ্রয় ও নির্গমন হ্রাসের জন্য হিট রিকভারি, কন্ডেনসেট রিকভারি, অটোমেশন এবং ১০০% সার্ভো মটরযুক্ত সেলাই মেশিন ব্যবহার করে লক্ষাধিক ঘনমিটার গ্যাস এবং হাজার টনের বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করেছে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড
২০২৫

তৈরি পোশাক (ওভেন)-৩টি

শিশুশ্রমকে ‘না’ বলুন

তারাসিমা এ্যাপারেলস লিঃ

গোলড়া, কৈট্টা, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ
জনাব হাসান মাহমুদ, নির্বাহী পরিচালক

তারাসিমা এ্যাপারেলস লিঃ ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত মানিকগঞ্জের গোলড়ায় অবস্থিত Bitopi Group এর একটি স্বনামধন্য শতভাগ রপ্তানীমুখী তৈরি পোষাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে কারখানাটিতে ৮৩৯৪ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। তারাসিমা এ্যাপারেল্স লিঃ বিশ্বাস করে যে নিরাপদ, স্বাস্থ্য সম্মত এবং আরামদায়ক কর্মপরিবেশ এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে মূল চালিকা শক্তি। কারখানার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ এবং কর্ম ও পরিবেশ সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাসে শ্রমিক বা শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে যুগোপযোগী পদক্ষেপ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তি অবলম্বন তারাসিমা এ্যাপারেল্স লিঃ কে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। শ্রমিকদের পাওনাদি, কর্মঘণ্টা ও অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা এবং অন্যান্য কার্যাবলী "বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধি ২০১৫" অনুযায়ী পরিচালনা করা হয়ে থাকে। টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে তারাসিমা এ্যাপারেল্স লিঃ প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার এবং পরিবেশ দূষণ রোধে বদ্ধ পরিকর। কারখানাটি USGBC কর্তৃক সর্বোচ্চ LEED Platinum সনদপ্রাপ্ত যা অন্যান্য ফ্যাক্টরির তুলনায় ৪০% শক্তি কম খরচ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে বিচরণরত পক্ষিকূলের বিশ্রামের জন্য নীড়, খাদ্য এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ফুলজ ও ফলজ গাছের পাশাপাশি একটি ভেষজ বাগান চাষ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে ৩.৫৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। পানির পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণে রেইনওয়াটার হারভেস্টিং, লো-লিকার রেশিও ওয়াশিং মেশিন, ওজন ও লেজার প্রযুক্তি সন্নিবেশ, কনডেনসেট রিকভারী সিস্টেম, ইকোনোমাইজার, ইটিপি পরিশোধিত পানি পুনরায় উৎপাদন কার্যে ব্যবহার ইত্যাদি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উৎপাদন কার্যে উৎপন্ন তরল বর্জ্য ১৫০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ধারণ ক্ষমতার ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধন করে পরিবেশে ছাড়া হয়। কোম্পানী পানির ব্যবহার হ্রাসে পরিবেশ অধিদপ্তরের "জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান" এবং "3R Policy" অনুসরণ করা হচ্ছে।

অকো-টেক্স লিঃ

দক্ষিণ পানিশাইল, জিরানীবাজার, কাশিমপুর, গাজীপুর
জনাব আব্দুস সোবহান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আমাদের কারখানায় প্রায় ১০০০ (এক হাজার) উপর কর্মী রয়েছে, যাহার ৫৫% নারী ও ৪৫% পুরুষ। বাস্তবসম্মত কর্ম নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা সকল ধরনের উৎপাদনের জন্য পণ্য ওয়্যার হাউজ থেকে প্রোডাকশন ফ্লোরে সরবরাহ করা, প্রসেস মনিটরিং এর মাধ্যমে ওয়েস্ট কন্ট্রোল এবং মিনিমাইজ করে উৎপাদিত পণ্য ক্রেতার নিকট সরবরাহ করে থাকি। আমাদের কোম্পানী Overall Safety Security নিশ্চিতের লক্ষ্যে ACCORD, BNBC, NFPA, FSCD এর সকল নিয়ম কানুন অনুযায়ী ১০০% অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জাম ও দ্রুত নির্বাপন ব্যবস্থাদি Setup করা হয়েছে। ACCORD হতে ২০১৬ সালে Fire, Electrical & Building Safety'র উপর Recognition Certificate প্রদান করেছেন। সবুজ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সবর্দা ৬ টি বিষয়ের উপর নজরদারি করছেন । যেমন- Energy & GHS, Water, Waste Water, Air Emission, Waste Management, Chemical Management. কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Energy & GHS এর ক্ষেত্রে বিদ্যুত, গ্যাস এবং অন্যান্য Fuel এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার জন্য Target Oriented Plan প্রস্তুত করে সেই মোতাবেক কাজ করছে। বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করছে এবং পরিবেশবান্ধব ও আইনসম্মত উপায়ে বর্জ্য পানি পরিশোধনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণমুক্ত করণের কাজ করছে। বায়ু দূষণ রোধে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যাক বৃক্ষরোপন সহ সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পৃথকীকরণ করে 3R (Reduce, Re-use & Recycle) পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করছে। Chemical এর সঠিক ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাজ করে সবুজ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

স্কয়ার ফ্যাশন লিঃ

হবিরবাড়ী, জামিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ
জনাব তপন চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্কয়ার ফ্যাশন্স লিমিটেড একটি শতভাগ রপ্তানীমুখী নীট পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান যা গত ২০০১ সাল থেকে সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ১৩,৮০০ (তের হাজার আটশত) কর্মী প্রত্যক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত রয়েছে। এছাড়াও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে প্রায় আরো ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) কর্মী। স্কয়ার ফ্যাশন লিঃ পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে গৃহীত 'Best Practices'- এর মাধ্যমে নিজেকে একটি দৃষ্টান্তমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিষ্ঠানটি শুধু আইনগত বাধ্যবাধকতা নয়, বরং শ্রমিক-কর্মচারীদের উন্নত কর্মপরিবেশ ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানামুখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। স্কয়ার ফ্যাশন লিঃ সর্বদা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়, যেখানে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কর্মীদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হয়। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মীদের সুস্থতা বজায় রাখা হয়। আমরা একটি শোভন কর্মপরিবেশ বজায় রাখি, যেখানে ন্যায্য মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা, জেন্ডার সমতা এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় সেরা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে LEAN ম্যানুফ্যাকচারিং ৫-এস (5S) পদ্ধতি এবং নিয়মিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য স্কয়ার ফ্যাশন লিঃ সম্পূর্ণরূপে সচল ইটিপি পরিচালনা করে, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রকল্প, জৈব সার প্লান্ট, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ছে এবং Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) নীতিমালা অনুসরণ করে পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শ্রমিক কল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের অঙ্গীকার নিয়ে স্কয়ার ফ্যাশন লিঃ এগিয়ে চলছে একটি নিরাপদ, সবুজ এবং মানবিক ভবিষ্যতের দিকে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড
২০২৫

টেক্সটাইল-৪টি

স্বপ্নের ডানায় ভর করি, শিশুশ্রমের শৃঙ্খল ছিঁড়ি-
এগিয়ে চলি দৃপ্ত পায়ে, আশার আগুন বুকে জ্বালি

আকিজ টেক্সটাইল মিলস লিঃ

গোলরা, চরকান্দা, মানিকগঞ্জ
জনাব শেখ জামিল উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আকিজ টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড দেশের গতিময় শিল্পগোষ্ঠী 'আকিজ গ্রুপ' এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। আকিজ টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড একটি শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৬ সাল থেকে দেশের রাপ্তানি বাণিজ্য বিশাল অবদান রেখে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ইউরোপিয়ান প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা গঠিত একটি কম্পোজিট ও বায়ার কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ৬৫৬৯ জন শ্রমিক কর্মরত আছে। প্রতিষ্ঠানটি উচ্চমানের বিভিন্ন ধরনের সুতা ও কাপড় উৎপাদন করে অতি দ্রুত সময়ে সরবরাহের মাধ্যমে বিশ্বসেরা বিভিন্ন নামিদামি ব্র্যান্ডের ক্রেতার আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানী সাফল্যের মূলে রয়েছে উন্নত মানের কাঁচামাল, কারিগরী দক্ষতা, উন্নত মানের সকল ধরনের সুতা ও কাপড় উৎপাদন, মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক এবং সততার সাথে ক্রেতার সকল ধরনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই এ সাফল্যের চাবিকাঠি।

প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে পৃথক পৃথক তরল এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। সমস্ত তরল বর্জ্য ইটিপি এবং এস টিপির মাধ্যমে কয়েকটি ধাপে পরিশোধন করা হয় যা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মানমাত্রায় থাকে। পরবর্তীতে সেই পানি পুন-প্রক্রিয়াজাতকরণের অংশ হিসেবে নানাবিধ কাজ যেমন- মাছ চাষ, বাগান পরিচর্যা, রাস্তা ধৌতকরণ, টয়লেট , অগ্নি নির্বাপন, মেশিনারিজ ঠান্ডা করা সহ বিভিন্ন কাজে পুনঃব্যবহার করা হয়। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে জিরো ডিসচার্জ প্লান স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। জাতীয় রপ্তানিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০২০-২১ (ব্রোঞ্জ), ২০১৮-২০১৯ (রৌপ্য), সিআইপি-২০২২, ২০২১ এর মর্যাদা অর্জন করি।

পাইওনিয়ার ডেনিম লিমিটেড

হরিতলা, শাহপুর বাজার, মাধবপুর, হবিগঞ্জ
জনাব মো: বাদশা মিয়া, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পাইওনিয়ার ডেনিম লিমিটেড, বাদশা গ্রুপের একটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ২৭৭ জন শ্রমিক কর্মরত আছে। পাইওনিয়ার ডেনিমের মিশন হলো উন্নতমানের, পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই ডেনিম ফ্যাব্রিক্স উৎপাদনের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করা। প্রতিষ্ঠানটির ভিশন হলো ডেনিম শিল্পে এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, যেখানে উদ্ভাবন, প্রযুক্তির উৎকর্ষতা এবং পরিবেশগত দায়বদ্ধতা সমভাবে অগ্রাধিকার পায়। পাইওনিয়ার ডেনিম লিমিটেড উৎপাদন মাসে ক্যাপাসিটি ৬.৯ মিলিয়ন। পাইওনিয়ার ডেনিম লিমিটেড বিশ্বের বৃহত্তম লিড প্ল্যাটিনাম সার্টিফাইড টেক্সটাইল মিল হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। তাছাড়াও পাইওনিয়ার ডেনিম লিমিটেড বিশ্বমানের ডেনিম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানাবিধ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়া ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটি নিম্নলিখিত গুরত্বপূর্ণ সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে: ISO ৯০০১, ৪৫০০১, ১৪০০১ (International Organization for Standardization) সার্টিফিকেশন, OEKO-TEX® Standard 100, SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production), GOTS, OCS, RCS, GRS, REGENEVATE etc. সার্টিফিকেশন লাভ করেছে। পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় পাইওনিয়ার ডেনিম লিমিটেড আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ই.টি.পি এবং শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও জল সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি আর্ন্তজাতিক পরিবেশ সনদপ্রাপ্ত এবং সনদের মান সর্বদা বজায় রাখতে নিয়মিত পরিবেশগত অডিট, কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কওে থাকে। শোভন কর্মপরিবেশ গঠনে পাইওনিয়ার ডেনিম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়।

কে ডি এস টেক্সটাইল মিলস লিঃ, ইউনিট-২

মোহরা শিল্প এলাকা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম
জনাব খলিলুর রহমান, চেয়ারম্যান

কেডিএস টেক্সটাইল, কেডিএস গ্রুপের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এবং প্রাচীনতম পোশাক ও টেক্সটাইল পণ্য প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী এবং রপ্তানিকারক। কেডিএস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রেখেছে, যার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) নির্বাচিত হয়েছেন। কেডিএস টেক্সটাইলের মাধ্যমে প্রায় ৩০,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশের বেকারত্ব হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়া গ্রহণ করে সবুজ কারখানার সনদ অর্জন করার চেষ্টা করেছে, যা দেশের টেকসই শিল্পায়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সর্বোপরি, কেডিএস টেক্সটাইল দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসই শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

ফোর এইচ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লিঃ

আরাকান রোড, চাপড়া, কালারপোল, পটিয়া, চট্টগ্রাম
জনাব গাওহার সিরাজ জামিল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ফোর এইচ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লিঃ বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় শতভাগ রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান ফোর এইচ গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। ফোর এইচ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লি: চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর সাথে সংযুক্ত শিকলবাহা খালের তীরে পটিয়ার কালারপোল এলাকায় মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। ২০০৯ সাল থেকে শতভাগ কমপ্লায়েন্স অনুসরণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সফলতা ও সুনামের সাথে পরিচালনা করে আসছে। ফোর এইচ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লি: - এ প্রায় ১৩৫০ জন কর্মী কাজ করে। ২০১৪ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পরিবেশ অধিদপ্তর ফোর এইচ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লিঃ - কে "জাতীয় পরিবেশ পদক" প্রদান করে। জাতীয় রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ সালে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি - "সিলভার" ও "ব্রোঞ্জ" পদকে ভূষিত হয়। পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নের কথা বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সাশ্রয়ী ব্যবহারে গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। এছাড়াও তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তির (এম.বি.আর) ইটিপি পরিচালনা করা হচ্ছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কর্তৃপক্ষ কারখানার চারপাশে ও লোকালয়ে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি, কারখানায় কর্মরত শ্রমিক ও এলাকাবাসীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ, রাস্তাঘাট মেরামত ও গ্রামবাসীকে নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণ ও আর্থিক সহায়তা নিয়মিত প্রদান করছেন। কর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এম বি বি এস ডাক্তার কর্তৃক কর্মীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত অগ্নি মহড়ার আয়োজন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও অন্যান্য পদার্থ/দ্রব্যাদি পরিবহন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দুর্ঘটনার পর শ্রমিক এর চিকিৎসা সেবা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, অগ্নি, ভবন ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে সকল ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিজ-১টি

কর্মপরিবেশের উন্নয়ন, বৃদ্ধি করবে উৎপাদন

প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

বাড়বকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের জেনারেল মোটরস ওভারসীজ ডিস্ট্রিবিউটরস করপোরেশন (GMODC)-এর কারিগরি সহযোগিতায় ব্যক্তি মালিকানায় ‘গান্ধারা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ” নামে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের বাড়বকুন্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (পিআইএল) নামে জাতীয়করণ করা হয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এটি বাংলাদেশে গাড়ি সংযোজনকারী একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ২৩৪২১ জন শ্রমিক কর্মরত আছে।

উৎপাদিত/সংযোজিত পণ্য: এসইউভি (জীপ), পিকআপ, সেডান কার, বাস, ট্রাক ইত্যাদি যানবাহন। বার্ষিক ১৩০০ ইউনিট বিভিন্ন মডেলের গাড়ি।

ভিশন: আন্তর্জাতিক মানের গাড়ী উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানে উন্নীতকরণ।

মিশন: চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়ক টেকসই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে প্রগ্রেসিভ ম্যানুফেকচারিং প্ল্যান্টে উন্নীতকরণের মাধ্যমে গাড়ি উৎপাদন/সংযোজনে স্বনির্ভরতা অর্জন।

বর্তমান ব্যবসায়িক অবস্থা: পিআইএল জাপানের মিৎসুবিসি মটরস্ কর্পোরেশনের পাজেরো স্পোর্ট কিউএক্স ২০এমওয়াই (QX 20MY) জীপ ও মিৎসুবিশি এল-২০০ ডাবল কেবিন পিক-আপ এর সিকেডি সংযোজনপূর্বক এবং মিৎসুবিশি এএসএক্স জীপ জাপান হতে সরাসরি আমদানি করে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করে আসছে। এছাড়া, সম্প্রতি কিয়া ব্র্যান্ডের সেরাটো সিডান কার (সংযোজন পূর্বক) বাজারজাত করা হচ্ছে। পিআইএল দীর্ঘদিন যাবত অত্যন্ত সুনামের সহিত ধারবাহিকভাবে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে।

এছাড়া ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক টয়োটা/নিশান বা অন্যান্য ব্র্যান্ডের মাইক্রোবাস, এ্যাম্বুলেন্স, এসি মিনিবাস ইত্যাদি স্থানীয় বাজার হতে ক্রয় করে ট্রেডিং বিজনেসের আওতায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাপোর্ট প্রদানের উদ্দেশ্যে সরবরাহ করা হয়।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

ইলেকট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্স পণ্য প্রস্তুতকারক ইন্ডাস্ট্রিজ-৩টি

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার সংস্কৃতি
সবাই মিলে গড়ে তুলি

ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড

ঘাশিরদিয়া, শাষপুর, শিবপুর, নরসিংদী
জনাব সিমিন রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড- বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ও বিশ্বস্ত ইলেকট্রনিক্স পণ্য বিপণনকারী এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৩ সালে বহুজাতিক ব্র্যান্ড ফিলিপস-এর বাংলাদেশে পরিচালিত ইলেকট্রনিক্স ও লাইটিং কার্যক্রম অধিগ্রহণের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড দেশের ইলেকট্রনিক্স শিল্পে মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ, গ্রাহকসেবা, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং দেশীয় উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড মূলত ট্রান্সকম গ্রুপের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। বর্তমানে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ৬০ জন।

প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড যেমন: স্যামসাং, ফিলিপস, হিটাচি, ওয়ার্লপুল, ডাইকিন ইত্যাদির পরিবেশক ও পরিবহনকারী হিসেবে কাজ করে আসছে। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ব্র্যান্ড 'ট্রান্সটেক' বাজারে ইতিবাচক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে টেলিভিশন, ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, হোম অ্যাপ্লায়েন্স ও অন্যান্য কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী।

প্রতিষ্ঠানটি শুধু পণ্য বিপণন ও সরবরাহেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বাংলাদেশে স্থানীয় উৎপাদনেও অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কারখানায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রযুক্তির সহায়তায় ইলেকট্রনিক্স পণ্য তৈরি হচ্ছে, যার মাধ্যমে ২০% থেকে ৪০% পর্যন্ত ভ্যালু সংযোজন সম্ভব হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে সরকারের নীতিমালা ও রাজস্ব কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে ব্যবসা পরিচালনা করছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (VAT) ও আয়কর বাবদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রায় ৭২ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

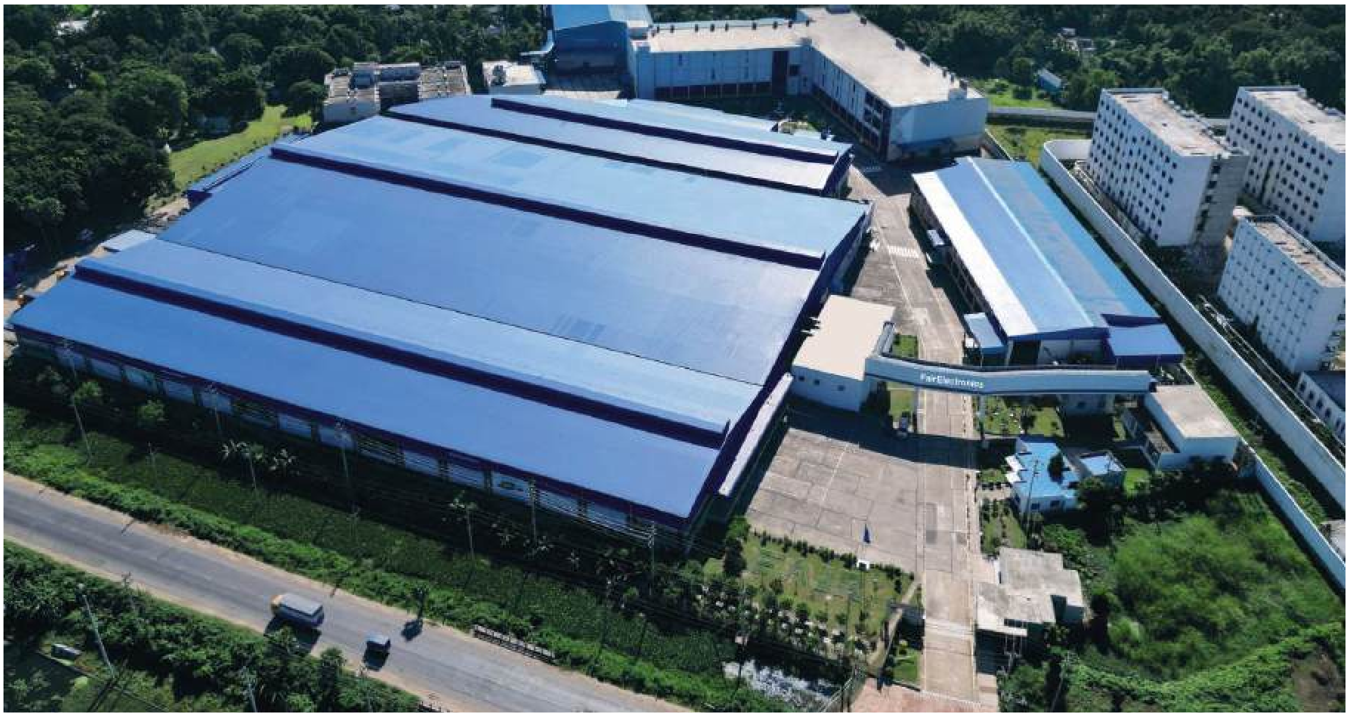

ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড

কামারগাঁও, পুটিয়া, শিবপুর, নরসিংদী

জনাব রুহুল আলম আল মাহবুব, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক্স শিল্পে একটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান, যা আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশীয় বাজারে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি Hisense ও Samsung-এর মতো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডের কঞ্জিউমার ইলেকট্রনিক্স পণ্য ও মোবাইল ফোন বাংলাদেশে উৎপাদন ও বাজারজাত করে আসছে। ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স কারখানাটি দেশের অন্যতম সর্বাধুনিক ও পরিবেশবান্ধব শিল্প কারখানাগুলোর একটি। কারখানার নকশা, কাঠামো এবং কার্যপ্রণালীতে পরিবেশ সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কারখানায় ISO 14001:2015 পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের আওতায় প্রতিনিয়ত পরিবেশগত ঝুঁকি মূল্যায়ন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, এবং গ্রিন নীতিমালার প্রয়োগ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি তার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শক্তি সাশ্রয়ী LED লাইট, উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন মেশিনারিজ, এবং আই প্রযুক্তিনির্ভর প্রডাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করে থাকে।

ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স প্রতিষ্ঠানটি প্রতিনিয়ত তার কর্মীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষায় কারখানায় আধুনিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক্যাম্প ও প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করেছে। নারী কর্মীদের জন্য রয়েছে মাতৃত্বকালীন সুবিধা ও শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার। উন্নতমানের ডাইনিং, বিশ্রামের জায়গা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে নিয়মিত। একইসাথে প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় জনগণের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পি এল সি

চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

জনাব এস এম শামছুল আলম, চেয়ারম্যান

ওয়ালটন বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, মোবাইল ফোন, আইসিটি, হোম অ্যান্ড কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশনস পণ্য উৎপাদনের পথিকৃৎ। টাঙ্গাইলের প্রথিতযশা শিল্পোদ্যোক্তা আলহাজ এস এম নজরুল ইসলামের প্রচেষ্টায় ১৯৭৭ সালে শুরু হয় ওয়ালটনের পথচলা। পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য পাঁচ ছেলে এস এম নুরুল আলম রেজভী, এস এম শামছুল আলম, এস এম আশরাফুল আলম, এস এম মাহবুবুল আলম এবং এস এম রেজাউল আলমের নেতৃত্বে ওয়ালটন পৌছে গেছে বিশ্বের ৫০টিরও বেশি দেশে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ২৩৪২১ জন শ্রমিক কর্মরত আছে। রাজধানী ঢাকা থেকে ৫০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গাজীপুরের চন্দ্রায় প্রায় ৭০০ একর জায়গায় গড়ে উঠেছে ওয়ালটনের সুবিশাল কারখানা। যেখানে বিশ্বের লেটেস্ট প্রযুক্তিতে তৈরি হচ্ছে রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার, কম্প্রেসর, টেলিভিশন, এয়ার কন্ডিশনার, কম্পিউটার ও ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সস, ইলেকট্রিকাল অ্যাপ্লায়েন্সস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশনস, হার্ডওয়্যার, এলিভেটর, ক্যাবলসহ বিভিন্ন পণ্য। ২০০৮ সালে ওয়ালটন দেশেই চালু করে রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার কন্ডিশনার তৈরির পূর্ণাঙ্গ কারখানা। ২০১০ সালে শুরু হয় টেলিভিশন এবং হোম অ্যাপ্লায়ান্স তৈরি। ২০১৭ সালে ওয়ালটন চালু করে দেশের প্রথম এবং একমাত্র কম্প্রেসর উৎপাদন কারখানা। ২০১৭ সালে ওয়ালটনই বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ফোন উৎপাদন কারখানা চালু করে। ২০১৮ সালে ওয়ালটন দেশেই কম্পিউটার, ল্যাপটপ এবং আইসিটি পণ্য উৎপাদন শুরু করে। এরপর এলিভেটর, ক্যাবলসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন শুরু করে ওয়ালটন। শুরু থেকেই পরিবেশের সুরক্ষা ও বর্জ্য পরিশোধনের ব্যাপারে শতভাগ আন্তরিক ওয়ালটন। পানি, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে ওয়ালটন।

দেশীয় প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদন শিল্পের বিকাশে ব্যাপক অবদান রাখছে ওয়ালটন। এরই প্রেক্ষিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ওয়ালটন বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে- বিডা আয়োজিত ‘বাংলাদেশ বিনিয়োগ সম্মেলন ২০২৫’ এ ‘এক্সিলেন্স ইন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ‘জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৮’, ‘রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০১৯’, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার আওতায় অপরিহার্য প্রতিপালন, পরিবেশগত প্রতিপালন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিপালন, উদ্ভাবনী কার্যক্রম বিবেচনায় ‘গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-২০২৩’, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য রপ্তানিতে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি’র স্বর্ণ পদক, ২০১৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড, ক্রেতাসন্তুষ্টি অর্জনে গ্লোবাল ব্র্যান্ড এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৪, ডিএইচএল-ডেইলি স্টার আয়োজিত বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড-২০১৪, আমদানি বিকল্প শিল্পে অবদান রাখায় এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ইত্যাদি।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড
২০২৫

এক্সেসরিজ এন্ড ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ কারখানা-১টি

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় ব্যয়, সর্বোত্তম বিনিয়োগ

আদজি ট্রিমস লিঃ

ডাউটিয়া, কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা
জনাব মোঃ শাহরিয়ার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আদজি ট্রিমস লিঃ একটি অত্যাধুনিক 'ওয়ান স্টপ সলিউশন' পোশাক ট্রিমস এবং আনুষঙ্গিক প্রস্তুতকারক যা ২০১২ সালে ইভেট গ্রুপের ছত্রছায়ায় তাদের প্রাথমিক যাত্রা শুরু করে। দেশের ব্যস্ত রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পগুলিকে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এটি ২০১৬ সালের শেষের দিকে তাদের ট্রিমস এবং আনুষঙ্গিক উৎপাদন ইউনিট শুরু করে।

এই গ্রুপের শিল্প ক্রমবর্ধমান ও সর্বশেষ ইউনিটের সংখ্যা ১০। আদজি ট্রিমস লিঃ একটি সবুজ (প্লাটিনাম সার্টিফাইড) কারখানা এর উত্তরোত্তর উন্নতিকল্পে এবং কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সুন্দর ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে কর্তৃপক্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এটির বিশ্বব্যাপি একটি শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে তাছাড়া আমেরিকা, ইউরোপ ও অন্যান্যা দেশে প্রতিষ্ঠানটি তাদের পন্য রপ্তানী করে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা (ফুড এন্ড বেভারেজ)-২টি

শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করি,
টেকসই ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ি

আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ

বারোবাড়িয়া, ধামরাই, ঢাকা
জনাব শেখ শামিম উদ্দিন, চেয়ারম্যান

আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ' দেশের গতিময় শিল্পগোষ্ঠী 'আকিজ গ্রুপ' এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ এক যুগ আগে 'আকিজ গ্রুপ' এর স্বপ্নদ্রষ্টা মরহুম শেখ আকিজ উদ্দিন এর হাত ধরে ২০০৬ সালে 'আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ' এর যাত্রা শুরু হয়। তারপর দেখতে দেখতে প্রতিষ্ঠানটি তার এক যুগ পূর্ণ করে ফেলেছে। বর্তমানে কারখানাটিতে ৩৩৬২ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। এই দীর্ঘ পথচলায় 'আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ কোয়ালিটি সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করে জয় করে নিয়েছে দেশের লাখো কোটি মানুষের হৃদয়। গুণগত মান বজায় রেখে বাংলাদেশের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ফুড এন্ড বেভারেজ কোম্পানি হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। কোয়ালিটি পণ্য ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। বর্তমানে আমরা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের প্রায় ৪০টিরও অধিক দেশে আমাদের পণ্য রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছি।

আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ এর মূল শক্তিগুলির মধ্যে একটি হলো এর বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্য পোর্টফোলিও, যা ভোক্তাদের রুচি এবং চাহিদার বিস্তৃত পরিসর পূরণ করে। কোম্পানির অফারগুলি বিভিন্ন বিভাগে বিস্তৃত, যার মধ্যে রয়েছেঃ

পানীয়: এটি সম্ভবত প্রতিষ্ঠানটির -এর সবচেয়ে স্বীকৃত সেগমেন্ট, যেখানে মোজো (একটি শীর্ষস্থানীয় কার্বনেটেড কোমল পানীয়), ক্লেমন, স্পিড (একটি এনার্জি ড্রিংক যা "মোস্ট লাভড ব্র্যান্ড" মর্যাদা অর্জন করেছে), ফ্রুটিকা (ফলের রস), আফি, টার্বো, ওয়াইল্ড ব্রিউ এবং লেমুর মতো জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলি রয়েছে। তারা বিভিন্ন স্বাদের মিল্কশেকও তৈরি করে।

অন্যান্য খাদ্য পণ্য: পোর্টফোলিওটি পানীয় জল (স্পা), পরিষ্কার মাখন, সিরিয়াল, ফলের পাল্প, জ্যাম এবং জেলি, মিষ্টান্ন এবং বেকারি, রন্ধনসম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় পণ্য, মশলা এবং আচার এবং সুগন্ধযুক্ত চাল পর্যন্ত বিস্তৃত। পরিবেশগত দায়িত্ববোধের প্রতি আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ নিজেই একটি সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে। কার্বন নিঃসরণ কমাতে এবং টেকসই কর্মপরিবেশ তৈরিতে পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তির ক্রমাগত ব্যবহারের স্বীকৃতিস্বরূপ, কোম্পানিটি "গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৩" পেয়েছে। অধিকন্তু, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্য ও পানীয় বিভাগে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ করদাতা হিসেবে কোম্পানির স্বীকৃতি জাতীয় অর্থনীতিতে তার উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা তুলে ধরে।

হবিগঞ্জ এগ্রো লিঃ

অলিপুর, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ
জনাব আহসান খান চৌধুরী, চেয়ারম্যান

হবিগঞ্জ এগ্রো লিমিটেড হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ খাদ্য ও প্যাকেজিং শিল্প প্রতিষ্ঠান, যা প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার ওলিপুর এলাকায় অবস্থিত এই আধুনিক কারখানাটি দেশের খাদ্যশিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে কারখানাতে ৭৩২৮ জন শ্রমিক কর্মরত আছে। এখানে উন্নত প্রযুক্তি ও মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিস্কুট, কেক, পাস্তা, রুটি, জুস, কার্বনেটেড পানীয়সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য উৎপাদিত হয়, যা দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি ১৪৫টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়। কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া HACCP, ISO IMS, HALAL, BRC সহ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী পরিচালিত হয়, ফলে স্থানীয় ও বৈশ্বিক বাজারে পণ্যগুলোর প্রতি ক্রেতাদের আস্থা ও চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশকে খাদ্যশিল্পে বৈশ্বিকভাবে তুলে ধরতে হবিগঞ্জ অ্যাগ্রো লিমিটেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

চা শিল্প-২টি

কর্মে শিশু নিয়োগ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ

জেরিন চা বাগান

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
জনাব মির্জা সালমান ইস্পাহানি, চেয়ারম্যান

গুণগত মানসম্পন্ন চা উৎপাদনে জেরিন চা বাগান অন্যতম। প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে ১৯৬২ খ্রিঃ। জেরিন চা বাগান ইস্পাহানি গ্রুপের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ১০৬৯ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। বাগানের মোট আয়তন ৩০৬.৮৫ হেক্টর এবং হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন প্রায় ৩,০৬৭ কেজি যা জাতীয় গড় উৎপাদনের প্রায় দ্বিগুণ। বাগানের মোট ভূমির ৮৭% চা চাষের আওতাধীন। বাগানের ৯৭-৯৮% ভূমি টিলা এবং টিলাগুলো ঢেউ খেলানো এবং মনোরম। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা, পেশাগত রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তার জন্য বাগান কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পদক্ষেপ রয়েছে। এর মধ্যে সুপেয় পানির জন্য "রিভার্স অসমোসিস" পদ্ধতিতে ৩টি পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট নির্মাণ, ৪২৯ টি শ্রমিকগৃহে শতভাগ স্বাস্থ্যকর সেনিটেশন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, পাকা ফুটস্টেপ, পাকা পাথওয়ে ও পাকা নালা নির্মান ইত্যাদি অন্যতম। কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য চা বাগানের প্রায় প্রতিটি সেকশনে পুরুষ নারী শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত সেনিটাইজার ও পানির ব্যবস্থাসহ পৃথক ১২টি পাকা শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন- টি-প্রুনিং মেশিন, টি-স্প্রেইং মেশিন ইত্যাদি ব্যবহারে শ্রমিকের শারীরিক কষ্ট লাগব হচ্ছে। বাগানের প্রয়োজনীয় জৈব কীটনাশকসমূহের মজুদ আইনানুযায়ী করা হয় এবং এর ব্যবহার, মজুদ ও ঝুঁকি সম্পর্কে শ্রমিকদের অবহিত করা হয়। বাগানে "ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট মেনেজম্যান্ট" (IPM) এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব জৈব কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে দেশি-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গবেষণাকার্য পরিচালনা করে উদ্ভাবিত পরিবেশ বান্ধব জৈব কীটনাশক ও উপকারী পোকা বাগানে ব্যবহৃত হচ্ছে। শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (PPE) নিয়মিত দেওয়া হয়। বাগানের সেকশনে/কর্মক্ষেত্রে ১০টি পাকা-ঘর রয়েছে যেখানে শ্রমিকরা দুপুরের আহার গ্রহণ, বিশ্রাম এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আশ্রয় নিতে পারে। কারখানায় ক্যান্টিন ব্যবস্থা রয়েছে।

মির্জাপুর চা বাগান

মির্জাপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
জনাব মির্জা সালমান ইস্পাহানি, চেয়ারম্যান

এম. এম. ইস্পাহানি লিমিটেড এর স্বনামধন্য মির্জাপুর চা বাগান ১৮৮০ সাল থেকে যাত্রা শুরু করেছে। প্রতিবছর মির্জাপুর চা কারখানা ১.৫ মিলিয়ন কেজি উন্নতমানের চা উৎপাদন করে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২৪১১ একর আয়তন বিশিষ্ট মির্জাপুর চা বাগান হেক্টর প্রতি ২৪০০ কেজি চা উৎপাদনের মাধ্যমে দেশীয় চায়ের চাহিদা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। গুণগত মানসম্পন্ন চা উৎপাদন এবং শ্রমিক কল্যাণ কার্যক্রমের ভিত্তিতে মির্জাপুর চা বাগান বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে কারখানাটিতে ১৩৫৪ জন শ্রমিক কর্মরত আছে।

মির্জাপুর চা কারখানা একটি আধুনিক কারখানা। কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষে অত্যাধুনিক এবং উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে। যেমন- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চা পাতা চয়নের পর চা প্রক্রিয়াজাতকরণের পূর্বশর্ত উইদারিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য দুইটি অটোমেটিক মেশিন স্থাপন করা হয়েছে যেখানে কোন প্রকার হাতের স্পর্শ ছাড়াই উইদারিং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

শ্রমিকদের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৫০ হাজার লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন রিভার্স অসমোসিস ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। কারখানার বিভিন্ন পয়েন্টে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যবস্থা রয়েছে। কর্মকালীন সময়ে শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২ টি হাত ও পা ধৌতকরণ কেন্দ্র রয়েছে। কারখানা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ নিশ্চিতের জন্য কারখানা চত্বরে একটি ক্যান্টিন স্থাপন করা হয়েছে। নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা রয়েছে। শিশুসহ নারী শ্রমিকদের কর্মকালীন সময়ে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুইটি ক্রেস হাউস ও ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার রয়েছে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড
২০২৫

চামড়া শিল্প (ফিনিশড গুডস)-১টি

নিশ্চিত করে শোভন কর্মপরিবেশ,
গড়বো মোরা বৈষম্যহীন বাংলাদেশ

সুনিভার্স ফুটওয়্যার লিঃ

ওয়ার্ড নং-০৯, হবিরবাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহ
জনাবা অদিতি সোনিয়া মনসুর, চেয়ারম্যান

"সুনিভার্স ফুটওয়্যার লিমিটেড" বিগত ২১-০৯-২০১৪ইং সনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের অন্যতম একটি শতভাগ রপ্তানিমুখী সিনথেটিক ফুটওয়্যার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ২৭৭ জন শ্রমিক কর্মরত আছে। "সুনিভার্স ফুটওয়্যার লিমিটেড" মূলত যাত্রা শুরু করেছিলো বাংলাদেশের শিল্প ব্যবস্থায় গ্রিন ধারণাকে সংযোগ সাধনের লক্ষ্য নিয়ে। আর এই উৎপত্তির স্বার্থকতা হিসেবে "সুনিভার্স ফুটওয়্যার লিঃ" দেশের ফুটওয়্যার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বপ্রথম "লীড-গোল্ড" সনদপ্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে দেশের ফুটওয়্যার শিল্পের দ্রুত সমৃদ্ধির মধ্যে, "সুনিভার্স ফুটওয়্যার লিমিটেড" তার প্রতিচ্ছবি উচ্চারিত করার চেষ্টা করছে উদীয়মান গ্রিন ফ্যাক্টরি হিসেবে, যা আমরা বিশ্বাস করি ফুটওয়্যার শিল্পের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য হিসাবে। বর্তমানে আমাদের ফ্যাক্টরি ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানার এক সুনিবিড় সবুজ বেষ্টনীকৃত প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। যেখানে আমাদের নিজস্ব মেডিকেল সেন্টার, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের সুবিধা সংবলিত, নিজস্ব প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্ন খাবার ক্যান্টিন ব্যবস্থা এবং শ্রমিক কল্যাণের সকল ব্যবস্থার সমন্বয় রয়েছে। নিজস্ব অগ্নি সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধী ব্যবস্থা রয়েছে, সি.সি ক্যামেরা সমৃদ্ধ নজরদারি ব্যবস্থা, পি-এ ব্যবস্থা সাথে সাথে চক্রাকারে নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মী রয়েছে, যেখানে আমাদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানসিক প্রশান্তি নিয়ে কাজ করতে পারে। আমাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ প্রোডাক্ট উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে। যা আমাদের ক্রেতার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। মূলত আমরা আমাদের ক্রেতাগণের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরিতে সচেষ্ট যা গুণগত মান নিশ্চিত করে এবং ক্রেতাগণের চাহিদা পূরণের গুণগত মান নিশ্চিত করে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড
২০২৫

জুট মিল-১টি

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার

কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড

ডেইরিফার্ম রোড, রবার্টসনগঞ্জ, রংপুর
জনাব শফিকুল আলম সেলিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড একটি LEED Platinum সনদপ্রাপ্ত কারখানা। এছাড়াও জাতিসংঘের Category 1 All Sustainable Development Goals 'UIA 2030 Award' পেয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতিতে স্থান পাওয়া 'জিআই' পণ্য হিসেবে এই 'শতরঞ্জি' পাঁচটি কারখানায় দীর্ঘদিন থেকে যত্নের সাথে তৈরি করে আসছে 'কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড'। প্রায় দশ হাজার শ্রম শক্তির ৮৫ শতাংশ নারী শ্রমিক নিয়ে ২০০৩ সাল থেকে উৎপাদিত শতরঞ্জিগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে (প্রায় ৭১ টি দেশে) শতভাগ রপ্তানী করে আসছে 'কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড'।

৫ লক্ষ বর্গফুটেরও বেশি সাততলা কারখানা। ৪০ হাজার বর্গফুট ছড়ানো প্রতিটি ফ্লোর। দিনে-রাতে দুই শিফটে এখানে কাজ করেন ৫ হাজারেও বেশি শ্রমিক। রংপুর শহরের রবার্টসনগঞ্জে স্থাপিত কারুপণ্য রংপুর লিমিটেডের এই কারখানার ভবন শীতল রাখা হয়েছে এক বিশেষ ধরনের স্থাপত্য কৌশল প্রয়োগ করে। এতে কারখানার ৮০ ভাগ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হচ্ছে। ২০২৪ অর্থবছরে রপ্তানি ছিলো ২৫ মিলিয়ন ডলার। বর্তমানে বাংলাদেশে হস্তশিল্প রপ্তানি বাণিজ্য শিল্পখাতে ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে থাকে কারুপণ্য। সে জন্য আমরা ২০০৯ সাল থেকে প্রতিবছর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে 'জাতীয় রপ্তানি ট্রফির স্বর্ণপদক পেয়ে আসছি। কারখানার ৫ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৯০ শতাংশই নারী। কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড ১৫০-১৪০০১ সনদপ্রাপ্ত কারখানা। এছাড়াও ২০২২ সালে বিজিএমইএ ও এওত আয়োজিত 'মেইড ইন বাংলাদেশ' সপ্তাহে পরিবেশবান্ধব ও সৃষ্টিশীল উদ্যোক্তাদের সম্মানসরূপ উদ্ভাবনী শ্রেষ্ঠত্ব বা ইনোভেশন এক্সিলেন্স-এ ব্যবসায়িক দিক থেকে সেরা উদ্ভাবনী ক্যাটাগরিতে বিজয়ী এবং টেক্সটাইল বর্জ্য পদার্থের পুনর্ব্যবহার ক্যাটাগরিতে রানার আপ হয়েছে। ডাইং এ ব্যবহারকৃত কেমিকেলযুক্ত পানি ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধন করে তা জেডএলডির মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে প্রতি বছর প্রায় ১,০০,০০০ কিউবিক লিটার পানি ভূগর্ভ হতে কম উত্তোলন করা হচ্ছে। বয়লারে কয়লার পরিবর্তে ধানের তুষ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি বছর ৭,০০০ কেজি কার্বন নিঃসরণ কমানো সম্ভব হচ্ছে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

টাইলস এন্ড সিরামিক্স ইন্ডাস্ট্রিজ-১টি

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান,
দৃশ্যমান উন্নয়নে বাড়বে কর্মসংস্থান

এক্স সিরামিক্স লিঃ

বহেরার চালা, গিলাবেরাইদ, শ্রীপুর, গাজীপুর
জনাব মাহীন বিন মাজহার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশের সিরামিক শিল্পে গুণগত উৎকর্ষ, উদ্ভাবনী চিন্তাধারা এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়ার এক অনন্য মিশ্রণ হলো X Ceramics Group — যা Index Companies-এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০০৮-২০০৯ সালে যাত্রা শুরু করে। এখানে তৈরি হয় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সিরামিক টাইলস, যেগুলো শুধুমাত্র নান্দনিকতাই নয় বরং স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও টেকসই ব্যবহারের নিশ্চয়তা দেয়।

X Ceramics Group প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের সিরামিক টাইলস শিল্পকে স্বনির্ভর করা এবং বিদেশ থেকে সিরামিক আমদানি কমিয়ে এনে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা।

প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম শক্তিশালী দিক হলো এর ইতালিয়ান ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ। ইতালির বিখ্যাত Majorca SpA (স্থাপিত ১৯৬৬) এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে, যার মাধ্যমে ইতালির ডিজাইন, কারুশিল্প এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

পরিবেশ রক্ষায় প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কারখানায় ব্যবহার করা হচ্ছে energy-efficient burner, water recycling system, এবং dust control technology। এছাড়া, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় lead-free glaze এবং eco-friendly raw materials ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ কমিয়ে আনা হয়েছে। কর্মপরিবেশও নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার জন্য রয়েছে আধুনিক ভেন্টিলেশন সিস্টেম, কর্মী প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা। প্রতিষ্ঠানটির আরেকটি ব্যতিক্রমী দিক হলো এর গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) বিভাগ যা নিরলস পরিশ্রম করে বাংলাদেশের বাজারের জন্য কার্যকর ও উদ্ভাবনী সিরামিক পণ্য তৈরি করছে। এছাড়াও জ্বালানি সাশ্রয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা এবং উচ্চতর মান নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

প্রসাধনী কারখানা-২টি

শ্রমিক-মালিক এক হয়ে
গড়বো এ দেশ নতুন করে

রিমার্ক এইচবি লিমিটেড

বাউশিয়া, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ
জনাব আশরাফুল আম্বিয়া, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিশ্বব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে রিমার্ক এইচবি লিমিটেড। আর তাই প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পণ্যের গুণগত মান নিয়ে তৎপর রিমার্ক। দেশব্যাপী মানসম্পন্ন পণ্য পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি আমদানি নির্ভর কসমেটিকস পণ্যের বাজার বদলে দেয়া রিমার্ক এইচবি লিমিটেডের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। রিমার্ক এইচবি লিমিটেড একটি বহুজাতিক কসমেটিকস কোম্পানি, যা আমেরিকা ভিত্তিক হলেও বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ প্রসাধনী উৎপাদন কারখানা পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি কালার কসমেটিকস, হোম কেয়ার, পারসোনাল কেয়ার, হেয়ার কেয়ার, স্কিন কেয়ার এবং বেবি কেয়ারসহ প্রায় ১৩টি গ্লোবাল ব্র্যান্ডের অধীনে ৬০০-এর অধিক পণ্য তৈরি ও বিপণন করে। রিমার্ক পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানে রয়েছে নিরাপদ কর্মপরিবেশ, নিজস্ব চিকিৎসা সেবা, অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ETP, STP ও রেইনওয়াটার হারভেস্টিং ব্যবস্থা। এনার্জি ইফিশিয়েন্ট মেশিন ব্যবহার করে এনার্জি কমানো হচ্ছে। বর্তমানে পুরো কারখানা অঞ্চল ক্রমান্বয়ে সবুজায়নের কাজও চলমান।

রিমার্ক এইচবি লিমিটেড ফ্যাক্টরি "সবার আগে নিরাপত্তা" স্লোগান ধারণ করে কর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি কর্মীদের সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য মেডিকেল সেন্টার ও চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে ফায়ার সেফটি ইকুইপমেন্ট ও নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা।

স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড

৯৯৫ উত্তর রূপসি, তারাব পৌরসভা, রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ
জনাব মালিক মোহাম্মদ সাঈদ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি শ্রমিকবান্ধব ও পরিবেশবান্ধব প্রতিষ্ঠান, যা টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে অগ্রগামী। প্রতিষ্ঠানটি প্লাস্টিক ব্যবহারে ২৫% হ্রাস, সৌরশক্তিতে ১.৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং জিরো ডিসচার্জ নীতির মতো পরিবেশ সচেতন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্কয়ার টয়লেট্রিজে দূষণমুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা, কার্যকর ইটিপি প্ল্যান্ট, জিরো ডিসচার্জ নীতি ও এলইডি লাইট ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাশ্রয় নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া আইন মেনে নিবন্ধিত চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্যসেবা, পৃথক শৌচাগার, নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ এবং ফায়ার সিস্টেম কর্মীদের সর্বোচ্চ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

প্রতিষ্ঠানটি কর্মীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আলাদা হাঁটার পথ, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ও ফায়ার সিস্টেমের ব্যবস্থা রেখেছে। শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, স্বাস্থ্য বীমা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, শিশুকক্ষ, শিক্ষাবৃত্তি ও ইউনিফর্ম সরবরাহসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক সুবিধা প্রদান করা হয়। কর্মীদের সন্তানদের জন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিতভাবে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে কর্মীদের সন্তানেরা শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হয় এবং পরিবারগুলোর ওপর আর্থিক চাপ কমে আসে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিদিন কর্মীদের জন্য মানসম্পন্ন খাবার, 'ফেয়ার প্রাইস শপ' এর মাধ্যমে সাশ্রয়ী পণ্য সরবরাহ করছে। নিরাপত্তা ও যত্ন নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানের এই শিশুকক্ষ বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এতে কর্মীরা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন। বর্তমানে কর্মী সংখ্যা ২৭৩০ জন এবং এই সংখ্যা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড
২০২৫

ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ-১টি

শ্রম সংক্রান্ত
হেল্পলাইন ১৬৩৫৭
(টোল ফ্রি)

এস কে এফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

স্কুইব রোড, টঙ্গী শিল্প এলাকা, টঙ্গী, গাজীপুর
জনাবা সিমিন রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (Eskayef) একটি শীর্ষস্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি যা বাংলাদেশে ভিত্তি করে, যা তার উচ্চমানের পণ্য, উন্নত উৎপাদন ক্ষমতা এবং বিস্তৃত আন্তর্জাতিক উপস্থিতির জন্য পরিচিত। ১৯৭৯ সালে স্মিথক্লাইন অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ (SK & F) এর বাংলাদেশ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, এসকেএফ ১৯৯০ সালে ট্রান্সকম গ্রুপ দ্বারা অধিগ্রহণের পর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ১০৬৯ জন শ্রমিক কর্মরত আছে। ২০১৭ সালে, কোম্পানিটি তার আন্তর্জাতিক লক্ষ্যবদ্ধতা প্রতিফলিত করার জন্য এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড নামে পুনঃব্র্যান্ডিং করা হয়। বর্তমানে, এসকেএফ একটি বিস্তৃত পরিসরের থেরাপিউটিক ড্রাগ, বাল্ক পেলেট এবং পশু স্বাস্থ্য পণ্য উৎপাদন করে, সর্বোচ্চ শিল্পমান বজায় রেখে। এসকেএফের উদ্ভাবন, মান এবং কর্পোরেট দায়িত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতি কোম্পানিটিকে বৈশ্বিক ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছে, যার পণ্য ৭০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়।

এসকেএফ আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক মান অনুসরণের মাধ্যমে বৈশ্বিক স্বীকৃতি এবং বিশ্বাস অর্জন করেছে, যার ফলে কোম্পানির পণ্যগুলির গুণগত মান এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে: US FDA (ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), UK MHRA (মেডিসিনস অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রোডাক্টস রেগুলেটরি এজেন্সি), EU GMP (গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস), VMD (ভেটেরিনারি মেডিসিনস ডিরেক্টোরেট), TGA (থেরাপিউটিক গুডস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), ANVISA (ব্রাজিলিয়ান ন্যাশনাল হেলথ সুপারভিশন এজেন্সি), ISO 14001 (পরিবেশগত নিরাপত্তা), ISO 45001 (পেশাগত নিরাপত্তা)। এসকেএফ পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করার জন্য কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যেমন: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নবায়নযোগ্য শক্তি, কার্বন নির্গমন হ্রাস।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

শিপ বিল্ডিং এন্ড শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রিজ-৩টি

শিশুশ্রমকে ‘না’ বলুন

পি এইচ পি শীপ ব্রেকিং এন্ড রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ও পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পি এইচ পি শীপ ব্রেকিং এন্ড রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (PHP SBRIL) একটি সুপরিচিত নাম। ২০০০ সালের নভেম্বরে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই টেকসই উন্নয়ন, শ্রমিক নিরাপত্তা, এবং পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ২৭৭ জন শ্রমিক কর্মরত আছে। এটি PHP Family এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী প্রতিষ্ঠান। যার মূল দর্শন "সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি"। PHP SBRIL জাহাজ বিভাজন ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে একটি পরিবর্তনের পথিকৃৎ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির দৃষ্টিভঙ্গি হলো "বিশ্বে টেকসই ও নিরাপদ শিপ রিসাইক্লিংয়ের পথপ্রদর্শক হওয়া। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হংকং কনভেনশন ২০০৯ এবং ILO-এর শ্রম নিরাপত্তা নির্দেশিকা অনুসরণ করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ORE VITORIA (২০১৮) PHP SBRIL প্রথমবারের মতো ব্রাজিলের Vale-এর "Ore Vitoria" নামক জাহাজ রিসাইক্লিং করে, যা HKC সার্টিফাইড 'Green Vessel' হিসেবে ঘোষণা করা হয় । এটি প্রদর্শন করে PHP-এর পরিবেশ এবং কর্মী সুরক্ষায় দায়বদ্ধতা। MV KAMO (2023) NYK, জাপানের বড় শিপিং কোম্পানি, সরাসরি PHP SBRIL-কে "MV KAMO" জাহাজ রিসাইক্লিং এর জন্য দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে NYK নিজস্ব তত্ত্বাবধানে PHP রিসাইক্লিং কার্যক্রম চালু করে এবং এটি বাংলাদেশের প্রথম সরাসরি জাপানি শিপ রিসাইক্লিং হিসেবে চিহ্নিত হয়। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া যেমন Asbestos ও Hazardous Waste Management,IHM (Inventory of Hazardous Materials, Containment System, Zero Discharge Policy এ সমস্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হয়েছে। শ্রমিক নিরাপত্তা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন PHP SBRIL শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রশিক্ষণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা

মতিয়াখালী, রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা সদর, খুলনা
জনাব কমডোর মোঃ আব্দুল লতিফ, (এল), ওএসপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত খুশিলি বর্তমানে দেশের অন্যতম আদর্শ শিল্পপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। একসময়ের লোকসানী প্রতিষ্ঠানটি দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে আজ জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। শুধু অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়, এটি এখন নিরাপদ, শ্রমিকবান্ধব ও পরিবেশসম্মত কর্মপরিবেশের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। বর্তমানে কারখানাতে ১২৭৪ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হলো কর্মীদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা। কাজের সময় আন্তর্জাতিক মানের সেফটি গিয়ার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার বাধ্যতামূলক। নিয়মিত ফায়ার ও নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ, মেডিকেল চেকআপ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দুর্ঘটনা রোধে রয়েছে অ্যালার্ম সিস্টেম, ফায়ার ফাইটিং ইউনিট ও জরুরি চিকিৎসা কেন্দ্র। এসব ব্যবস্থা কর্মীদের মধ্যে নিরাপত্তা ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করে। এখানে শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান রয়েছে বিশ্রাম সুবিধা, নারী-পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেট ও বিশ্রামাগার, বিশুদ্ধ পানি ও পরিচ্ছন্ন কর্মপরিবেশ। প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলেজিয়েট স্কুল ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করছে, যা কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষায় ভূমিকা রাখছে। এসব সুবিধা খুশিলিকে একটি শ্রমিকবান্ধব ও মানবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অত্র প্রতিষ্ঠান পরিবেশগত প্রভাব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শব্দ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা এবং সবুজায়নের জন্য বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এখানে নিয়মিত পালিত হয়। জাহাজ নির্মাণে ব্যবহৃত হয় পরিবেশবান্ধব ও কম দূষণকারী প্রযুক্তি। এছাড়াও অত্র প্রতিষ্ঠানে সোলার সিস্টেম স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এসব উদ্যোগ খুশিলিকে ইকো-ফ্রেন্ডলি শিল্প প্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছে। এছাড়া খুশিলি বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ, পেট্রোল ক্রাফট ও সহায়ক নৌযান নির্মাণ করে দেশের প্রতিরক্ষা খাতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এছাড়া খুশিলি প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ ভ্যাট-ট্যাক্স সরকারকে প্রদান করে থাকে। খুশিলি একটি নিরাপদ, আধুনিক, টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কে আর শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ড

কাজীপাড়া, কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
জনাব মোঃ তছলিম উদ্দিন ,ব্যবস্থাপনা অংশীদার

KR Ship Recycling Yard 2013 সালে প্রতিষ্ঠিত একটি আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পপ্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি দেশের শিপ রিসাইক্লিং খাতে টেকসই উন্নয়ন, পেশাগত নিরাপত্তা এবং পরিবেশ সুরক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান ISO 9001, 14001, 45001 3 30000 সার্টিফিকেশন লাভ করেছে IR Class থেকে এবং ClassNK, Japan, IR Class & BV -এর পক্ষ থেকে “Statement of Compliance (SOC)” অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিটি কার্যক্রমে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়। বর্তমানে এখানে প্রায় ২৫০ জন প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রমিকদের জন্য রয়েছে আবাসন সুবিধাসহ বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, রান্নাঘর ও বিশ্রামাগার। বিনোদন ও মানসিক প্রশান্তির জন্য রয়েছে রিক্রিয়েশন ফ্যাসিলিটি। এছাড়া, জরুরি স্বাস্থ্যসেবার জন্য নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থাও রয়েছে। KR Ship Recycling Yard শুধুমাত্র একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান নয়; এটি দেশের অর্থনীতিতেও রাখছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ২০২১ সাল থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি সরকারকে প্রায় ২৫ কোটি টাকা শুল্ক, ৩ কোটি টাকা ভ্যাট এবং ৮ কোটি টাকা অগ্রিম আয়কর প্রদান করেছে। এছাড়া, প্রতি বছর প্রায় ১,২০,০০০ মেট্রিক টন রিসাইক্লিংকৃত লোহা ও ধাতব উপাদান দেশীয় শিল্পে সরবরাহ করে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনছে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

সিমেন্ট কারখানা-১টি

স্বপ্নের ডানায় ভর করি, শিশুশ্রমের শৃঙ্খল ছিঁড়ি-
এগিয়ে চলি দৃপ্ত পায়ে, আশার আগুন বুকে জ্বালি

সেভেন সার্কেল (বাংলাদেশ) লিঃ

চরমিরপুর, কালিগঞ্জ, গাজীপুর

জনাব তাহমিনা আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

৩৬ বছরের ঐতিহ্য দেশের শীর্ষস্থানীয় সিমেন্ট ব্র্যান্ড সেভেন রিংস সিমেন্ট হংকং-ভিত্তিক শুন শিং গ্রুপের মালিকানাধীন। গ্রুপটি ১৯৮৮ সালে হংকং-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তখন থেকে এটি সিমেন্ট, ক্লিংকার, জিপসাম, চুনাপাথর, রক ফসফেট এবং লৌহ আকরিকের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায় জড়িত। শুন শিং গ্রুপ সারা বিশ্বে সিমেন্টের কাঁচামালের অন্যতম শীর্ষ সরবরাহকারী। গ্রুপটির প্রথম শিল্প বিনিয়োগ ছিল বাংলাদেশে, সেভেন সার্কেল বাংলাদেশ লিমিটেড (এসসিবিএল) নামে গাজীপুরে প্রথম কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে। বর্তমান এর উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১.৯ মিলিয়ন টন। কারখানাটির বর্তমানে ২৯১ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। সেভেন রিংস সিমেন্ট সারা দেশে তার গ্রাহকদের জন্য উচ্চমানের সিমেন্ট উৎপাদন এবং বিতরণ করে। আমাদের সমস্ত কারখানা বিশ্বব্যাপী প্রযোজ্য মান ব্যবস্থাপনা (QMS) ISO 9001:2015 মান অনুযায়ী প্রত্যয়িত। আমাদের কারখানার ধুলো অপসারণ ব্যবস্থা ≤30 mg/Nm3 হারে ধুলো নির্গমনের নিশ্চয়তা দেয়। তাছাড়া, কারখানাগুলিতে প্রবেশের রাস্তাগুলি সম্পূর্ণরূপে পাকা করা হয়েছে, যা পরিবহনের সময় কণা নির্গমন কমিয়ে দেয়। প্ল্যান্টগুলিতে ক্লিঙ্কার আনলোডিং জেটিতে ইকো হপারও সজ্জিত। এই ইকো হপারগুলি ১০০% ধুলো নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে, যা ক্লিঙ্কার আনলোডিংয়ের সময় ক্রমাগত কাজ করে। অতিরিক্ত গ্যাস নির্গমণ না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে। গাজীপুর প্ল্যান্ট (SCBL)-এর ট্রান্সফার, ডিসচার্জ এবং স্টোরেজ পয়েন্টে ২৯টি প্রক্রিয়াজাত ধুলো সংগ্রাহক এবং ৭৩টি প্রক্রিয়াজাত ধুলো সংগ্রাহক রয়েছে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড
২০২৫

স্টিল মিল-১টি

**কর্মপরিবেশের উন্নয়ন,
বৃদ্ধি করবে উৎপাদন**

বিএসআরএম স্টিলস লিঃ

ফৌজদারহাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
জনাব আমের আলীহুসাইন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্টিল খাতে বাংলাদেশের অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ বিগত ৭৩ বছর ধরে মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করে এসেছে। বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পার হয়ে আজ এ প্রতিষ্ঠান দেশে ও বিদেশে স্টিল খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০০৮ সালে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে যাত্রা শুরু করা বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ বছরে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন রড উৎপাদনে সক্ষম। প্রতিষ্ঠানটিতে ৪,০০০ এর অধিক কর্মী কাজ করেন এবং তারা দেশের রাজস্ব খাতে ৭,৯৬৫ কোটি টাকারও বেশি জমা দিয়েছে।

বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস্ সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে, গরীব ও দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখছে। কারখানায় পরিবেশ সুরক্ষার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা, একইসাথে পণ্যের আর্ন্তজাতিক গুণগত মান বজায় রেখে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা বা জাতীয় প্রবৃদ্ধিসহ আপামর অর্থনীতিকে গতিশীল রাখা কোম্পানীটির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয় ইতোমধ্যে বিএসআরএম উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে এবং অদুর ভবিষ্যতে রপ্তানী যাতে আরো বৃদ্ধি পায় সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

এ্যানুয়াল রিপোর্ট, বেস্ট বিজনেস এ্যাওয়ার্ড (আইসিএবি), পরিবেশ পদক, এসসিবি-এফই সিএসআর, জাতীয় রপ্তানি ট্রফি, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকৌশল বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারসহ অত্র প্রতিষ্ঠান নানান পুরস্কারেও ভূষিত হয়।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়